OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 145 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 145 - 150
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্র চেতনায় পরিবেশ রক্ষার সংগ্রাম : প্রসঙ্গ, বলাই ও অভিজিৎ চরিত্র

অর্পিতা ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : saptarpita96@gmail.com

***Received Date** 21. 09. 2024*
***Selection Date** 17. 10. 2024*

Keyword
Worship, Nature, Machinery, Protagonist, Struggle.

Abstract
Rabindranath is one of the wonders of Bengali literature. His life was devoted to worship the beauty of mother nature. The lush green beauty of world was one of his inspirations. In each of his works, he has explored the infinite forms of nature and its profound interaction with man. In this article, we will arch the story of a battle whose beginning and conclusion differs, but motto stays same- 'Save nature'. An evil machinery with different names, works the same to curtail the pace of nature. Sometimes by cutting down trees, sometimes by holding water, it disrupts the rhythm of nature. Balai and Abhijit are the two protagonist of this struggle. Doesn't the narrative of Balai from the short story alliterate with the activities of Abhijit from the drama 'Muktodhara'? Let us analysis this topic.

Discussion

রবীন্দ্র-মননে সর্বদাই চলেছে প্রকৃতির আদিম রূপের নিরন্তর তপস্যার বীজমন্ত্র। তারই ফল লাভে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এই বিশ্বনিসর্গের আপনার কেউ। হয়তো তাঁর সেই তাপস-মনীষা হতেই সৃষ্টি হয়েছিল বলাই ও অভিজিতের মতো চরিত্র দুটি। প্রকৃতি প্রেমের নির্জন দ্বীপে সেই দুটি চরিত্র একাই লড়ে চলেছে বিশ্বভুবন রক্ষার্থে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বায়নের যে করাল গ্রাস একে একে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানে নিষ্ঠুর থাবা বসিয়ে চলেছে তা বহু পূর্বেই অনুমান করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের চিরবিস্ময়, প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যন্ত্রের সৃষ্টিকালে বিজ্ঞান যখন প্রকৃতির রহস্যকে একে একে জয় করে নিচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনই ভবিষ্যতের রুক্ষ, নিষ্প্রাণ চেহারা কে নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতির কোলেই খুঁজে পেতেন বাৎসল্য স্নেহ, তার প্রমাণ আমরা 'জীবনস্মৃতি'-তেই পাই। পরিবেশকে ঘিরে নিবিড় আলাপচারিতা প্রতিবারই ধরা পড়ে তাঁর লেখনীতে। শিশুকালে জানলার গরাদের বাইরের দৃশ্য ছিল তাঁর কাছে ছবির বইয়ের মত। অদম্য কৌতূহলে একদৃষ্টে লক্ষ্য করে যেতেন স্নানঘাটে মানুষের ক্রিয়াকলাপ এবং গাছেদের ছায়াময় রহস্যরূপকে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 145 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে শরৎ কালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশির মাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া, আমাদের পূর্বদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেল পাতার কম্পমান ঝালর গুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।"[১]

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির প্রতিচ্ছবি দেখা গেছে তাঁর 'বলাই' গল্পে। বলাই চরিত্রটি যেন তার প্রাণের সাথে গাছেদের এক অবিচ্ছিন্ন টান খুঁজে পেয়েছিল। প্রাণপ্রিয় বন্ধু শিমুল গাছটিকে বাঁচানোর জন্য ছিল তার লড়াই। তবে ছোটগল্পের, না শেষ হওয়ার নিয়মে বলাইয়ের এই সংগ্রাম ছিল অসমাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনী অর্পণ করেই প্রার্থনা জানিয়েছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য; প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এক কল্যাণ-বার্তা। সেই বার্তা প্রকাশ পেয়েছে পরিবেশকে বাঁচানোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। বলাইয়ের এই অপরিণত সংগ্রামকে পূর্ণতা দেয় অভিজিৎ। 'মুক্তধারা' নাটকের অন্যতম নায়ক চরিত্র অভিজিৎ হল প্রকৃতির সন্তান, যাকে কুড়িয়েই পাওয়া গিয়েছিল মুক্তধারার ঝর্ণাতলায়। অভিজিৎ ছিল এ জগতের বুকে মৈত্রী স্থাপনের জন্য প্রকৃতির পাঠানো উপহার।

'বলাই' ও 'মুক্তধারা'-এ একই লড়াই সমসুরে ধ্বনিত হলে মিলন হয়েছে কথাসাহিত্য ও নাটকের। প্রকৃতির বীর সন্তানদের জন্ম হয়েছে, সমাধান হয়েছে পরিবেশ ঘিরে চলা দীর্ঘ এক সংগ্রামের। একই ছন্দে বেজে ওঠা প্রকৃতিবাদের সুর ঠিক কোন রাগিনীতে বালক বলাই থেকে কিশোর অভিজিৎ-এর মধ্যে নিবিষ্ট হয়েছিল তা আলোচনা করা যাক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাই' গল্পে মাতৃহীন বলাইকে আশ্রয় দিয়েছেন নিঃসন্তান কাকা কাকিমার কোলে, তবে সে প্রকৃত পরিচয় লাভ করেছে এই প্রকৃতির বুকে। লেখক যেমন বলেছেন,

> "এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে।"[২]

অর্থাৎ বলাইয়ের জন্ম এ যুগে নয়। বলাই যেন জন্মেছে সৃষ্টির সেই আদিম লগ্নে। বলাইয়ের অন্তরে জেগে আছে প্রাচীন ধরিত্রীর গর্ভের প্রাণসঞ্চারকারী মন্ত্র।

> "বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক ক'রে নিয়েছে, আমাদের বাঘ-গরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহী-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে।"[৩]

বলাইয়ের ভিতরের এইরূপ জীবজন্তু হয়তো কোনো এক মন্ত্র বলে ঘুমিয়ে রয়েছে গহীন অরণ্যে। আস্ত এক নীরব তপোবন তার হৃদয়ে সমাহিত। বুদ্ধদেব বসু বলছেন,

> " 'গল্পগুচ্ছ'- এর যে প্রধান বৈশিষ্ট্য সতর্ক পাঠকের চোখে ধরা পড়ে সেটি এই যে এখানে জীবনের বর্ণনা প্রকৃতির নীরবচ্ছিন্ন আবেষ্টনের মধ্যে দ্বীপের মতো জেগে-জেগে উঠেছে।"[৪]

বলাইকেও ঘিরে ছিল প্রকৃতির এই অন্তহীন আবেষ্টন। বলাইয়ের উদ্ভিদপ্রেম ছিল নিখাদ। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় বলাইয়ের সাথে উদ্ভিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কি অসম্ভব মিল 'ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়ানো নয়।'[৫] বলাই এবং উদ্ভিদ যে অভিন্ন কিংবা কোথাও না কোথাও তাদের মধ্যে আত্মীয়তার যোগসূত্র রয়েছে তা লেখক বারবার প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, 'তারা সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।'[৬] বলাই শুধু নীরব দর্শনে বার্তালাপ সেরে ফেলতে পারত তার এই বহু পরিচিত উদ্ভিদ পরিবারের সাথে। বিশ্বপ্রাণের ধাত্রী এই উদ্ভিদ-জগৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ঘোষণা করেছে, 'আমি থাকবো, আমি থাকবো।'[৭] এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 145 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থাকার লড়াই ও বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম টাই বলাইয়ের সংগ্রাম। মানুষের কৃত্রিম সংঘাতে আজকের জরাজীর্ণ বিশ্বহৃদয় আসলেই মানবজগতের সেই প্রাচীন আশ্রয়-

"শ্যামল সুন্দর সৌম্য হে অরণ্যভূমি
মানবের পুরাতন বাস গৃহ তুমি।"[৮]

'বলাই' গল্পের মোড় ঘুরেছিল একটি শিমুল গাছকে বাঁচানোর সংগ্রামে। বলাইয়ের জীবন কোনভাবেই ইট, কাঠ, পাথরের ইমারতে বাঁধা পড়েনি। তার সেই শিমুল গাছকে উপড়ে না ফেলার কাতর আবেদনে লুকিয়ে ছিল নিরাপদ রাজভোগের প্রত্যাখ্যান। কবিতায় যে সুর আমাদের বহু পরিচিত -

"পাষান পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব।"[৯]

বাগানের রাস্তার ঠিক মাঝখানে অনাহুত অতিথির মত শিমুল গাছটি বলাই ছাড়া সকলের কাছে বালাই হয়ে উঠেছিল। তাকে ঘিরে গল্পের শেষটুকু লেখা। বলাই এর কাছে এই শিমুল গাছ 'প্রানের দোসর' কিন্তু কাকার কাছে এ নিতান্ত রাস্তার মাঝে বেড়ে ওঠা অযাচিত একটি গাছ, যা বড় হয়ে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করবে। বলাই কিন্তু এই চারা গাছে খুঁজে পেয়েছিল 'অনন্ত এ জগতের হৃদয় স্পন্দন,'[১০] যা তার কাকা তথা সমগ্র যন্ত্রবিলাসী মানবজাতির পক্ষে শুনতে পাওয়া সম্ভব নয়। সমালোচক বলছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে মানবজীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, 'গল্পগুচ্ছ' বিশেষ ভাবে বলা যায় যে—

" 'পয়লা নম্বর'- এর আগে পর্যন্ত, প্রকৃতিই ব্যাপ্তভাবে তার অধিনায়ক। বিশ্ব প্রকৃতির পটভূমিকায় মানবজীবনের আলেখ্য তিনি তুলে ধরেছেন।"[১১]

ছোটগল্পের নিয়মকে বজায় রাখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলাইয়ের উদ্ভিদপ্রেমী সংগ্রামকে অসম্পূর্ণ রেখেছেন। যে প্রাণের দোসর শিমুল গাছকে বলাই বাঁচাতে চেয়েছিল তা মালির আগ্রাসী যন্ত্রে তার অনুপস্থিতিতে অনায়াসেই কেটে ফেলা হয়েছে। এরপর বলাইয়ের মনের অবস্থা কিরূপ হয় কিংবা বলাই এই সংগ্রামে হেরে গিয়ে কি অনুভূতি প্রকাশ করে তা সকলের জানা হলেও গল্পে অলিখিত। হয়তো কোনো এক মেঘাচ্ছন্ন সকালে বালক বলাইয়ের হৃদয় হতে তখন প্রার্থনা জেগে উঠছে -

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর-
লহো তব লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপবন পূণ্যচ্ছায়ারাশি।"[১২]

এই বলাইয়ের অসমাপ্ত সংগ্রাম, যাতে ছিল প্রকৃতিকে নিজের বাহুবলে না বেঁধে মুক্ত করে দেওয়ার দূরদর্শিতা তা আমরা আবার পেয়েছি 'মুক্তধারা' নাটকের নায়ক অভিজিতের হাত ধরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই। এই নাটকের নায়ক অভিজিৎ। নাটকের বিষয়বস্তু হল, যান্ত্রিক বাঁধ দিয়ে মুক্তধারার ঝর্ণার জলকে আটক করে উত্তরকূটের রাজা, যাতে শিবতরাই অঞ্চলের মানুষের জলসংকট দেখা দেয়। শুধুমাত্র বাধ দিয়ে জল আটকানোই নয়, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল নান্দীসংকটের মুখ, এর ফলে শিব তরাইয়ের বাণিজ্যে পড়েছিল বড় রকম প্রভাব।

"যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব, এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর।"[১৩]

- এই বলে যন্ত্ররাজ বিভূতি প্রকৃতিকে বেঁধেছিল যন্ত্রের গুণে।

> "আদিমকাল থেকে মানুষ যন্ত্র তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। প্রকৃতির কোনো একটা শক্তি রহস্য যেই সে আবিষ্কার করে, অমনি যন্ত্র দিয়ে তাকে বন্দী ক'রে তাকে আপনার ব্যবহারের ক'রে নেয়।"[১৪]

ঠিক এরপরেই মানুষ একটু একটু করে অনেক বড় হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে জয় করে। জীবন সহজ হয়ে এলেও অসহিষ্ণুতার বেড়াজালে কঠিন হয়ে ওঠে প্রকৃতির সাথে তার আত্মিক সম্পর্কগুলো। যন্ত্রের অহংকারে এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের দেবতার সমকক্ষ ভাবতে থাকে। তাদের মতে তারাই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে অনায়াসে। বলাইয়ের বৃক্ষপ্রেম, অভিজিতের মননে আরও প্রশস্ত মাত্রায় বিকশিত হয়ে প্রকৃতির নৈসর্গিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল।

'মুক্তধারা' নাটকের উত্তরকূটের যুবরাজ হল অভিজিৎ কিন্তু তার জন্ম রাজবংশে নয় প্রকৃতির কোলে, মুক্তধারার ঝর্ণাতলায়। রাজ চক্রবর্তী লক্ষণ দেখে রাজা রনজিৎ তাকে কুড়িয়ে আনে গুরুর গুরু অভিরাম স্বামীর কথায়। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' সাংকেতিক বা রূপক নাটক হওয়ায় নাট্যকার যেন সদিচ্ছায় অভিজিতের পারিবারিক কোনো পরিচয় রাখেননি। সে এমনিই বিশ্বের সন্তান। বলাই ও এরূপ মাতৃহীন হয়ে পিতার সাহচর্য ছাড়াই উদ্ভিদের সংস্পর্শে বেড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। অভিজিতেরও তেমন প্রাণশক্তি লুকিয়ে ছিল বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরে। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'মুক্তধারা' নিয়ে বলছেন—

> "পাশ্চাত্য সমাজে যন্ত্র যে মানুষকে নানা ভাবে প্রভাবান্বিত করে, তার জীবনের মুক্ত ছন্দকে ব্যাহত করছে এবং বস্তুপিণ্ডের লোভ যে মানুষকে সহজ স্বাভাবিক জীবন হতে দূরে টেনে নিয়ে তাকে কারাগারে আবদ্ধ করেছে, এটি হৃদয়ঙ্গম করে তিনি শুধু বেদনা পাননি, ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যন্ত্রের যে প্রয়োজন নেই তিনি তা বলেন না, তবে যখন জীবনকে সংকুচিত করে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে, প্রাণের ধারাকে ব্যাহত করে, তখন তিনি তাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত নন।"[১৫]

প্রকৃতির ক্ষয়িষ্ণু অনুতাপে আসলেই সর্বশেষে ভুক্তভোগী হবে এই মানব সমাজ। বিপন্ন পৃথিবীর মলিনতায় একে একে ঢেকে যাবে প্রাণের চিহ্নগুলি। এই নিশ্চিত ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল-

> "ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই-যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে- এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য- সেই পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষীকে- আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন্ তাঁর ফল, দিন্ তাঁর ছায়া।"[১৬]

- এই সহজ সত্যের আন্দোলন হয়তো গর্জে ওঠা উচিত ছিল সমগ্র মানবজাতির বুকে কিন্তু তা হয়নি।

> "মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে"[১৭]

- এই মন্ত্রে লেখা হয়েছিল 'মুক্তধারা'। প্রস্তর-কারাগার থেকে যুবরাজ অভিজিৎ নিজে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে, পাশাপাশি সকলকে বের করে আনতেও চেয়েছে। নান্দীসংকটের পথ উন্মুক্ত করেছে, প্রকৃতির নিজস্ব স্বরূপকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। অভিজিৎ জানতে পেরেছে সেই ঝর্ণাতলাতে তার প্রাণের প্রথম সাড়াটুকু জেগে ছিল। তাই সে বলেছে—

> "মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি, তারই পথ খুলে দেওয়ার জন্য।"[১৮]

অভিজিৎ পেরেছিল এই বিশ্ব প্রকৃতির অবয়ব হতে যন্ত্রের আঘাত-চিহ্ন দূর করতে। সঞ্জয় তার জয়ের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছিল 'যুবরাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন।'[১৯] সঞ্জয়ের মুখে আমরা টুকরো ইতিহাস পেয়েছি অভিজিতের সংগ্রামের 'ওই বাঁধের একটা ক্রটির সন্ধান কী করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানেই যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সে আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মত কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।'[২০]

বিশ্বপ্রকৃতির তথা মানবজগতের মঙ্গলকামনায় অভিজিৎ ব্রতী হয়েছে। এই সংগ্রামে প্রকৃতিকে বাঁচাতে সে যেকোনো শক্তির সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত। অমানবিক কৃত্রিমতাকে ধ্বংস করে প্রাকৃতিক যা কিছু তার জন্যই অভিজিতের সংগ্রাম। মুক্তধারায় যন্ত্রকে মর্যাদা না দিয়ে মুক্ত প্রাণের প্রতীক করে তোলা হয়েছিল অভিজিৎ-কে। উত্তরকূট ও শিবতরাই এই দুই এলাকার স্বার্থ-সংগ্রাম যন্ত্রের সংগঠনের যান্ত্রিক সভ্যতার চূড়া উত্থিত হওয়া এই সকলই অভিশাপ রূপে দৃষ্টান্ত করা হয়েছে। সমালোচক বলছেন —

> "অভিজিৎ প্রাণ দিয়ে বাঁধ ভেঙে দিয়ে যন্ত্রের বিধ্বংসী সর্বগ্রাসী অভিশাপ থেকে বর্তমান যুগের মানুষকে মুক্তি দিয়েছে। এই মুক্তির পথে অভিজিতের মৃত্যুবরণ ছাড়া গত্যান্তর নেই। কারণ, যন্ত্রের নিষ্পেষণক্লিষ্ট যে প্রাণবন্দী অবস্থায় দুঃখ-বেদনায় মর্মরিত হয়ে উঠেছিল, সেই প্রাণই শৃঙখলমুক্ত হয়ে জল তরঙ্গের কলস্বরের আনন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে নেচে উঠেছে। মুক্ত হওয়ার পর অভিজিতের মধ্যে বন্দী প্রাণকে জীবিত রাখার কোন সার্থকতা নেই।"[২১]

এই প্রকৃতি প্রেমের মাধুর্যে রবীন্দ্রমানস কেবলই সন্ধান করে গেছেন বিশ্বলক্ষ্মীকে। বিশ্বলক্ষ্মী, যা সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রতীক চিহ্ন।

> "মুক্তধারা একদিকে বর্তমান কালের উপর রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত বিজয় অপরদিকে তেমনি কালবিধৃত সমস্যার নিকট তার শোচনীয় পরাভবও বটে।"[২২]

যন্ত্রের তাগিদকে রবীন্দ্রনাথ একেবারে অস্বীকার করেননি তবে বিনষ্ট প্রকৃতির আধখানা চেহারাটিকেও মেনে নিতে পারেননি। বলাইয়ের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ছোট্ট ছোট্ট ঘাস থেকে শুরু করে শিমুল গাছ বাঁচানোর আর্ত অনুভূতিগুলি ঘিরে। গাছ, সে তো প্রকৃতিরই অন্যতম প্রধান উপাদান। প্রকৃতির উপর থেকে কৃত্রিমতার ছাপ সরে যায় এই গাছেদের ছায়ায়, নদীর স্রোতপ্রবাহে, ঝরনার ব্যাকুল গতিতে। মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে বাসভূমির প্রশস্ত বহরের কিংবা অর্থ উপার্জনের প্রভূত তাগিদে প্রকৃতির এক একটি উপাদান কে কিছুটা নিজের মতো করে সরিয়ে নিতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে প্রকৃতি-প্রেমিক চরিত্র গুলির মধ্যে কোথাও হলেও লুকিয়ে থাকে লেখকেরই আপন সত্তা। বলাই আর অভিজিৎ তেমনি দুই জগৎ-পুত্র। প্রকৃতি-জননীর হাতের বেড়ি খুলে আপন স্বাধীনতায় ফের ব্যপ্ত করতে চেয়েছে তারা। বলাইয়ের সেই অসমাপ্ত গল্প যেন সমাপ্তি পেয়েছে অভিজিতের বলিদানে। এই পৃথিবী-কায়ায় ছড়িয়ে থাকা শিরা উপশিরার মত গাছ-নদী-মাটিকে বাঁচাতে চেয়েছে এই রবীন্দ্র সৃষ্ট দুই নায়ক।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা-৭, পৃ. ১০
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', 'বলাই', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা-৭, ১৮৯১, পৃ. ৭৬৯
৩. তদেব, পৃ. ৭৬৮
৪. বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩, ১৯৮৩, পৃ. ৩৬
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', 'বলাই', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা-৭, ১৮৯১, পৃ. ৭৬৮
৬. তদেব, পৃ. ৭৬৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 145 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. তদেব, পৃ. ৭৬৯
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘চৈতালি’, ‘বন’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৭
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘চৈতালি’, ‘সভ্যতার প্রতি’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬
১০. তদেব
১১. বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩, ১৯৮৩, পৃ. ৩৭
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘চৈতালি’, ‘সভ্যতার প্রতি’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘মুক্তধারা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ১৩
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘পল্লীপ্রকৃতি’, ‘পল্লীপ্রকৃতি’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলকাতা, ১৮৮৩, পৃ. ৫১
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, ‘ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ’, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭, পৃ. ১৪৫
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘পল্লীপ্রকৃতি’, ‘অরণ্যদেবতা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলকাতা, ১৮৮৩, পৃ. ৮৭
১৭. তদেব
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘মুক্তধারা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ২৯
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘মুক্তধারা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৮১
২০. তদেব
২১. পোদ্দার, অরবিন্দ, ‘রবীন্দ্রমানস’, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৫৮
২২. তদেব, পৃ. ৫৬